দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুর্নীতির এক দিক ঃ পরীক্ষকদের নাম-ঠিকানা কেমন করে ফাঁস হয় ?

॥ মুহম্মদ আবদুর রহিম ॥

ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষের পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গত এসএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন উত্তরপত্রের প্রধান পরীক্ষকদের নাম-ঠিকানা ও তাদের কাছে দেয়া উত্তরপত্রের বিবরণ ফাঁস হয়ে যায়। এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হবার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ পরীক্ষকদের মধ্যে উত্তরপত্র বিতরণ করে থাকেন। খাতা বিতরণের সময়ই পরীক্ষকদের নিকট একটি বিলে সংশ্লিষ্ট সকল প্রধান পরীক্ষকদের নাম-ঠিকানা তালিকা এবং কোথাকার কোন কোন খাতা তাদের কাছে যাবে এ সম্বলিত একটি ছাপানো তালিকা দেয়া হয়। একারণেই সাধারণতঃ প্রধান পরীক্ষকদের নামের তালিকা ফাঁস হয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। এ বছর তালিকাগুলো কেন কিছুদিন পরে দেয়া

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

পরীক্ষকদের নাম-ঠিকানা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হলেও তা একই কারণে ফাঁস হয়ে যায়। ওদিকে উত্তরপত্র ও পরীক্ষকদের নামের তালিকা একজন ডেপুটি কন্ট্রোলার ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন ২/১ জন কর্মচারীর হেফাজতে তৈরী ও রক্ষিত থাকে। তাঁদের সহযোগিতায়ই সকল উত্তরপত্র পরীক্ষকদের মধ্যে বন্টন হয়ে থাকে। সূত্র মতে, এখান থেকেও পরীক্ষকদের নাম-ঠিকানা বাইরে জানাজানি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

প্রতি বছরই একশ্রেণীর পরীক্ষার্থী ও তাদের লোকজন অর্থের বিনিময়ে কিছু অসাধু বোর্ড কর্মচারীর মাধ্যমে পরীক্ষকদের নাম-ঠিকানা উদ্ধার করে তাদের কাছে গিয়ে ধরনা দেয়।

ইতিমধ্যে প্রধান পরীক্ষকদের নামের তালিকা প্রকাশ হয়ে পড়ার খবর প্রচারিত হলে বহু পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা প্রধান পরীক্ষকদের নিকট ধরনা দেয় বলে জনা গেছে। এ ব্যাপারে জনৈক প্রধান পরীক্ষকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি পত্রিকায় তার নাম প্রকাশ হবার পর থেকে পরীক্ষকদের উৎপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে স্বীকার করেন।

সূত্র মতে, কিছু কিছু অসাধু পরীক্ষক নিজেই বিশেষ পদ্ধতিতে নিজের নাম-ঠিকানা পরীক্ষার্থীদের নিকট প্রেরণ করে থাকেন।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, প্রত্যেক পরীক্ষকের নিকট তার জন্যে নির্ধারিত প্রধান পরীক্ষকের শুধু নাম ও ঠিকানা উত্তরপত্র দেখার শেষ দিকে পাঠালে এবং পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নির্বাচন ও উত্তরপত্র বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্টদের কার্যক্রম সচেতনতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করলে পরীক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের অপকর্ম রোধ করা সম্ভব।